তারিখ ... 20 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

সংবাদ

জামালগঞ্জে শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৬ প্রধান শিক্ষকের লিখিত অভিযোগ

প্রতিনিধি, জামালগঞ্জ

জামালগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নূরুল আলম ভুইয়ার বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অর্থ) কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন উপজেলার ৪ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক আব্দুল গাফফার, প্রধান শিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন, প্রধান শিক্ষক বরুন কুমার দাসসহ অন্যান্য শিক্ষকদের স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জামালগঞ্জে যোগদানের পর থেকে শিক্ষা অফিসকে দুর্নীতির একটি অভয় আশ্রমে পরিনিত করেছেন। তিনি অপকর্মগুলোকে সামাল দিতে স্থানীয় কজন নেতা ও সাংবাদিককে মাসোহারা প্রদান করে নির্ভয়ে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

কোন শিক্ষক এ ব্যাপারে কথা বললে সুযোগমত বিদ্যালয় পরিদর্শন করে অনুপস্থিত শিক্ষকের কাছ থেকে ৫ হাজার হতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা,অযথা বেতন বন্ধ বা ডেপুটেশনসহ অন্যান্য হয়রানি করেন। বিগত ১৪.১২.১৫ তারিখে নতুন পে-স্কেল ঘোষনা করার পর, তিনি ডিসেম্বর ১৫ সনের মধ্যে নতুন পে স্কেলের কথা বলে উপজেলায় কর্মরত ৬শ শিক্ষকের কাছ থেকে ৩শ টাকা করে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। যে শিক্ষক টাকার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন তাদের প্রথম দফায় ফিক্সেশন হয়নি। এভাবে টাকা আদায় করে ৪/৫ ধাপে ফিক্সেশন করেন। এই কাজ সমাপ্ত করতে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় লাগে যার দরুন আমরা আর্থিক ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কম্পিউটার ম্যানকে শিক্ষক প্রতি ২০ টাকা, একাউন্সে ২৫ টাকা করে ৪৫ টাকার বিনিময়ে বিল করে অতিরিক্ত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা লাভবান হন। আবার শিক্ষকদের উন্নতি স্কেলে বেতন নির্ধারণে ২০০ টাকা করে ১ লাখ টাকা লাভবান হন। আবার সকল শিক্ষকদের এরিয়ার বিল বাবত ৫৫ হাজার টাকা থেকে ১০% হারে প্রায় ৫ লাখ ৫৫ হাজার টাকা লাভবান হন। সব মিলিয়ে নতুন স্কেল বেতন নির্ধারণ করতে গিয়েই তিনি ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন। অভিযোগে আরো উল্লেখ করেন, শিক্ষা কর্মকর্তা উনার পছন্দমতো শিক্ষকদের ৫শ টাকা থেকে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আইসিটি প্রশিক্ষণ, ল্যাপটপ প্রদান করেন। কিন্তু যে সব বিদ্যালয়ে তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অন্যদেরকে সুযোগ দেওয়ায় সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম ভেস্তে যাচ্ছে ও পড়ালেখার মান নিম্নগামী হচ্ছে।

ইউআরসিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ভাতায় ১০% হারে টাকা কেটে নেন। আমরা এই বিষয়ের সরকারী নীতিমালা কথা বললেও তিনি আমাদের ভয়ভীতি ও প্রশিক্ষনে আর সুযোগ দেবেননা বলে হুমকি দেন। তিনি বদলীর নীতিমালা লংঘন করে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বদলি বাণিজ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোন ফল পায়নি। অভিযোগকারীরা তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষকদের হয়রানি, সরকারি নীতিমালার বাস্তবায়ন সর্বোপরি হাওর অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তার অনুরোধ করেন আবেদনে।

অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: নূরুল আলম ভুইয়া জানান, উপজেলা শিক্ষক সমিতিকে পাশ কাটিয়ে প্রধান শিক্ষক আব্দুল গাফফার কাজ করতে চাইলে আমি উনাকে বারন করি, তিনি সংরক্ষিত ছুটি না নিয়ে ছুটি কাটালে আমি উনাকে কৈয়িফত তলব করি এর পর থেকে উনি আমার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে। টাকা আত্মসাতের বিষয়ে, তিনি জানান,গাফফার সাব কোন সময় আমাকে টাকা দিয়েছেন কিনা আপনারা উনাকে প্রশ্ন করেন।

এই ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হজরত আলী জানান, জামালগঞ্জের শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে আমি শুনেছি। আমি এখনো অভিযোগের কপি পায়নি। কপি পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।